গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(web: www.bkkb.gov.bd)

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত

সেবাসমূহের প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

অর্থবছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সেবা সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি করছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাদের কল্যাণ, নিরাপত্তা, আর্থিক সুরক্ষা এবং অবসর-পরবর্তী জীবনের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিকেকেবি প্রজাতন্ত্রের কর্মরত আনুমানিক ১৩ লক্ষ এবং অবসরভোগরত আরও ৬ লক্ষসহ ১৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গসহ প্রায় ১ কোটি মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। বিকেকেবি কর্তৃক কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ রোগের চিকিৎসা অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের এককালীন যৌথবীমা অনুদান, মাসিক কল্যাণভাতা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সময়মত পরিবহন সুবিধা প্রদানের জন্য স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের বার্ষিক অনুদান ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে। এছাড়াও কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণকে বিমানবন্দরে সহযোগীতা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সহজ গমণাগমন (আগমন ও বহির্গমন) নিশ্চিতকরণার্থে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান হচ্ছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/পটভূমি:

- ১৯৫২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার স্টাফ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নামে একটি সংস্থা গঠন;
- ১৯৬২ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারও অনুরূপ একটি সংস্থা গঠন;
- মূলত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কল্যাণ কার্যক্রমকে একীভূত করে সাবেক সংস্থান বিভাগের অধীনে কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা গঠন;
- ১৯৭৯ সালে উক্ত সংস্থাকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরে রূপান্তর;
- ১৯৮২ সালে অধ্যাদেশ নং ৩৯ এর মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল) গঠন;
- ১৯৯৯ সালে উক্ত পরিদপ্তরকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরে উন্নীত;
- সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল)-কে একীভূত করে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়।

বোর্ডের জনবল:

বোর্ডের অনুমোদিত ২৭০টি পদ রয়েছে। এছাড়া বোর্ডের অধীনে দুইটি কর্মসূচি রয়েছে। (১) স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৭০টি ও (২) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টিসহ কর্মসূচির মোট ২৪১টি পদ রয়েছে।

সেবাগ্রহীতা:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মরত/অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদেঁর পরিবারের সদস্যগণ।

কর্মরত অসামরিক	প্রায় ১৩ লাখ
অবসরপ্রাপ্ত	প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (২৭)	প্রায় ৭ হাজার
মোট	প্রায় ১৯.৭৭ লাখ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ সেবাগ্রহীতা প্রায় ১ কোটি

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩টি তহবিল রয়েছে:

যথা- কে) বোর্ড তহবিল; (খ) কল্যাণ তহবিল; (গ) যৌথবীমা তহবিল।

বোর্ড আইন অনুযায়ী ৩টি তহবিলের আয়ের উৎস:

- ❑ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত চাঁদা:** কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন হতে ১% হারে সর্বোচ্চ ১৫০/- টাকা;
- ❑ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম**:
  - ✓ কর্মকর্তাদের (১-১২ গ্রেড) বেতন থেকে যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ১০০/- টাকা;
  - ✓ কর্মচারীদের (১৩-২০ গ্রেড) যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ সরকারের রাজস্বখাত হতে প্রদত্ত অনুদান;
- ❑ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- ❑ সরকারের অনুমোদনসহ কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- ❑ কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- ❑ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- ❑ অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;
- ❑ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

(ক) মাসিক কল্যাণ ভাতা: সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অক্ষম হলে এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে সবোর্চ্চ ১৫ (পনের) বছর এবং চাকরিজীবী অবসর প্রাপ্তির ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে (সবোর্চ্চ ৬৯ বছর বয়স পর্যন্ত) মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ থেকে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত ৩,০০০/- (তিন হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চাকরিজীবীর সকল গ্রেডের কর্মচারীর বেতন থেকে ১% হারে সর্বোচ্চ ১৫০/- (একশত) টাকা হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা কর্তনপূর্বক বোর্ডের কল্যাণ তহবিলে অর্থ জমা হয়। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৮৯,০০,০০,০০০/-	৭১,৮২,৮৩,১৭২/-	৩,৩৬৮ এবং পূর্ব হতে চলমান ৩৯,৫৮৭ জন সহ মোট ৪২,৯৫৫ জন

(খ) সাধারণ চিকিৎসা অনুদান: সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী নিজে আমৃত্যু এবং কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে প্রতি বর্ষপঞ্জিতে ১ বার সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকার এ অনুদান প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	১০০,৬০,০০,০০০/-	৯৭,৯৪,৪৭,১৮০/-	৪২,৫৪৪ জন

(গ) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে বিদেশে জটিল রোগের চিকিৎসায় অনুদান প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক চাপ কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের দেশে/বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় চাকরি জীবনে এক বা একাধিক বারে সর্বোচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে ১ (এক) লাখ টাকার স্থলে ২ (দুই) লাখ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ২ (দুই) লাখ টাকার স্থলে ৩ (তিন) লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসহায় অবস্থায় এ অনুদান প্রদান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। বর্তমানে চাকরিরত/পি.আর.এলভোগরত অবস্থায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিজের জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য এ অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজের আমৃত্যু এবং স্পাউসের জন্য এ অনুদান প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আইন সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বল্প সময়ে এ সেবা প্রদান করায় প্রতি বছর উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৪৫,০০,০০,০০০/-	৪৩,৪৭,৯৬,৫৭৫/-	২,৩৯৬ জন

(ঘ) যৌথবীমার এককালীন অনুদান: সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকরিরত এবং পি,আর,এল ভোগরত অবস্থায় কোন চাকরিজীবীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের বৈধ ওয়ারিশগণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ থেকে সবোর্চ্চ ৩ (তিন) লাখ টাকার এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চাকরিজীবীর ১ম থেকে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীর বেতন থেকে ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ১০০/- (একশত) টাকা হারে যৌথবীমার প্রিমিয়াম কর্তনপূর্বক বোর্ডের যৌথবীমা তহবিলে অর্থ জমা হয়। অবশিষ্ট ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের প্রিমিয়াম সরকার জাতীয় বাজেটের অনুদান মঞ্জুরি হিসেবে প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সকল গ্রেডের কর্মচারীর বেতন থেকে প্রিমিয়ামের অর্থ কর্তন করা হলে একদিকে সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাস পারে অপরদিকে বোর্ডও আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করবে। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৬৫,০০,০০,০০০/-	৫৩,২৬,৩৬,৩২০/-	২,৮৪২ জন

(ঙ) শিক্ষাবৃত্তি: সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, পরিবারগুলোর সামাজিক সুরক্ষাকে শক্তিশালীকরণ তথা আর্থিক চাপ হ্রাস, একটি প্রতিযোগিতামূলক সমাজ গঠন, যা দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তির অনুদান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মচারীর পরিবারগুলোর জন্য একটি অনুপ্রেরণার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ১৩তম-২০তম গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের এবং সকল গ্রেডের মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	২৭,৫০,০০,০০০/-	২৬,৩৬,৬১,৪৫৮/-	৮৮,১৭১ জন

(চ) স্টাফবাস কর্মসূচি: স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিবহন সেক্টর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঢাকা মহানগরীতে স্বল্প আয়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতে বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে স্বল্প ভাড়ায় সরকারি কর্মচারীদের অফিসে আনা-নেয়ার সুবিধার্থে ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক একটি বাস বরাদ্দের মাধ্যমে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। স্টাফবাসে যাতায়াতের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল সিলেট ও জেলা পর্যায়ে রাঙামাটিতে স্টাফবাস কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ৯২টি গাড়ির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহের প্রায় ৭,০০০ জন কর্মকতা-কর্মচারীদের নিরবিচ্ছন্নভাবে অফিসে সময়মত যাতায়াতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়ায় এ কার্যক্রমের ধরনটি সম্পূর্ণ স্থায়ী। কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটি এবং বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির জনশক্তি হিসেবে গাড়িচালক, বাস হেলপার, সুপারভাইজার, কম্পিউটার অপারেটর, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, মেকানিক হেলপার, স্টোর কিপার, রেকর্ড কিপার, টাইমকিপার ও গ্যারেজের দারোয়ানসহ ১৭০টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে, যা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নয়। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অপরিহার্য এ সেবাটি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভুক্তির জোড়ালো দাবী রাখে। স্টাফবাসের সংখ্যা ও ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

স্টাফবাসের সংখ্যা:	**স্টাফবাসের ভাড়া:**
বড় বাস – ৩৫টি **মিনি বাস – ১৩টি** **মিনি কোস্টার – ০২টি** **বিআরটিসির ভাড়াকৃত দ্বিতল বাস – ২৮টি** **বিআরটিসির ভাড়াকৃত একতলা বাস-১৬টি** **মোট বাসের সংখ্যা – ৯৪টি**	**বড় বাসে - প্রতি কিলোমিটার – ০.৬২৫ টাকা** **মিনিবাসে - প্রতি কিলোমিটার –১.২৫০ টাকা** **যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭,০০০ জন।**

০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	১৯,৪১,৩৮,২৩২/-	১৫,৮৩,৪৬,১১০/-	৭,২২৯ জন

(ছ) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান: কর্মচারীর ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যের মৃত্যুতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	১৩.৯৯ কোটি	১২.৮২ কোটি	৩,৮৪৭ জন

(জ) ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার: সরকারি চাকরিজীবীদের আবাসিক এলাকায় তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউ সেন্টারকে এবং নতুন ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রতি বছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৪৩,০০,০০০/-	৮,৬৪,৯৫৫/-	১২ টি

(ঝ) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা: ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য প্রতি বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রতিযোগীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	১,৫৫,০০,০০০/-	১,৫২,৫২,১৯৩/-	ঢাকা মহানগরী ও ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২,৪৮৮ জন অংশগ্রহণ করে

(ঞ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও পরিবারবর্গকে ১৯৫২ সালে থেকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে তৎকালীন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে ঢাকার মতিঝিল এবং বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালসহ মোট ৫টি কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে ৩ ও ৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার কোর্স, শর্টহ্যান্ড, টাইপিং, সেলাই, এমব্রয়ডারি, উলবুনন, ফ্রিল্যান্সিং, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনফেকশনারি ও বিউটিফিকেশন কোর্স চালু রয়েছে। এ কোর্সগুলোর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর পরিবারের সদস্য প্রায় ১০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তারা প্রশিক্ষিত তথা দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়াসহ ঘরে বসে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে এ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ এর রূপকল্প, ২০৪১ অর্জনে ৭ দশক পর্যন্ত চলমান কর্মসূচি হিসেবে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত জনবল প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের পরিবারকে যুগোপযোগী করে তুলছে। কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটি এবং বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে সুপারভাইজার, প্রশিক্ষিকা, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ম্যাসেঞ্জার, সুইপার ও কেন্দ্রের দারোয়ানসহ ৭১টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে, যা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নয়। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অপরিহার্য এ সেবাটি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভুক্তির জোড়ালো দাবী রাখে। ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়িত অর্থ ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০২৪-২০২৫	৪,৭০,৮৩,০০০/-	২,৬৪,২৬,৬৮৭/-	১,১৩৫ জন

সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- **হটলাইন (কল্যাণ লাইন) চালুকরণ:**

আবেদনকারী সেবা প্রার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর কাংখিত সেবা প্রদানের জন্য বোর্ডে একটি Information & Service Centre/ Help Desk অর্থাৎ হটলাইন (কল্যাণ লাইন) নম্বর ১৬১০৯ চালু করা হয়েছে। যার লং কোড নম্বর: ০৯৬৩৯-৬৬৬৩৩৩ (অফিস চলাকালীন সময় সকাল ০৯ টা. থেকে বিকাল ০৫ টা, পর্যন্ত। Kalyan/Help Desk এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে বোর্ডের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সেবাপ্রার্থীগণকে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন সমস্যার দ্রুততম সমাধানের লক্ষ্যে সেবাপ্রার্থীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- **Automation Software**:

Automation Software এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে তাঁর আবেদনের ডিজিটাল ডায়েdv নম্বর ও তারিখ, মজুরিকৃত টাকার পরিমাণ এবং আবেদনে কোন আপত্তি/ত্রুটি থাকলে তা আবেদনকারীর মোবাইলে SMS প্রদানের সাধামে বোর্ড এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে;

- Customized Database:

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ সবল ও তাঁর কর্মদক্ষতা অব্যাহত রাখার জন্য জটিল রোগের চিকিৎসা এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম Customized Database মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে;

- **বিমান বন্দরে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন:**

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী যারা সিনিয়র সিটিজেন এবং বিভিন্ন গ্রেডের সরকারি কর্মচারীগণ বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনে প্রায়ই অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে বিমানবন্দরে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনালে-১ এর ভিতরে ১নং গেইট এর ২য় তলায় ১৪০ বর্গফুট জায়গা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) কার্যক্রম হিসেবে কল্যাণ ডেস্কের সেবা প্রদান অব্যহত রয়েছে। ইতঃমধ্যে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত এ সেবাটি ব্যাপক সাড়া ফেলছে;

- **বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার**:

ভিআইপি লাউঞ্জ এর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাগণ দেশে-বিদেশে গমনের সময় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিষয়টি অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট আবেদন ফরম রয়েছে। সেবাপ্রার্থী ফরম পূরণ করে কল্যাণ বোর্ডের নির্দিষ্ট মেইলে প্রেরণ করেলে বোর্ড কর্তৃক বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিষয়ে অনুরোধসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। বর্তমানে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে;

- **ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন**:

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার ফিজিওথেরাপি গ্রহণ করতে হয়। ঢাকাস্থ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার রয়েছে যা চাহিদা পূরণে অপ্রতুল। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উক্ত সমিতিতে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় একটি ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- **সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের চাকরির জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে Job Corner** তৈরি:

সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের চাকরির জন্য দেশে বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো সহজে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইটে একটি Job Corner তৈরি করা হয়েছে। Job Corner এ সরকারি, বেসরকারি, দেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোর লিংক দেয়া হয়েছে। এখান থেকে বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখে তাদের পছন্দমত চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে;

- **কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন:**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে সময়মতো যাতায়াতের জন্য স্টাফবাস সার্ভিসে ই-টিকেটিং সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে;

২। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা;

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ/ প্রস্তাবনা:

- মতিঝিলের দিলকুশায় বোর্ডের নিজস্ব ৩ বিঘা ১৫ কাঠা জমিতে ৪টি বেইজমেন্টসহ ১২তলা বিশিষ্ট 'দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্প একনেকে অনুমোদন;
- মতিঝিল এজিবি কলোনীতে বোর্ডের ২৪ কাঠা ভূমিতে স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের স্থলে ১৫তলা বিশিষ্ঠ "মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলন ও জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন;
- চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বোর্ডের ৯৭ শতাংশ ভূমিতে স্থাপিত কমিউনিটি সেন্টারের (কল্যাণ কেন্দ্র) স্থলে বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে "আগ্রাবাদ বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার বয়রা এলাকার কমিউনিটি সেন্টারের পুরাতন ভবনের স্থানে ৯৪ শতাংশ ভূমিতে "খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন;
- বান্দরবান জেলার বোর্ডের নিজস্ব ১ (এক) একর জমিতে পর্যটন কেন্দ্র কাম রেস্ট হাউস নির্মাণ;
- সরকারি কর্মচারীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য গাজীপুর জেলা পানিশাইল মৌজায় (সদর উপজেলাধীন পানিসাইল মৌজার ৩.৭০২৫ একর জমিতে) সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটে নিজস্ব ২৮ শতাংশ জমিতে নিজস্ব অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের নিজস্ব অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীতে নিজস্ব জমিতে বহুতল কল্যাণ ভবন নির্মাণ;
- পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় সমুদ্র তীরবর্তী সরকারি ০.৬৯ একর ভূমিতে রেস্টহাইজ কাম রিসোর্ট নির্মাণ;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরে নিজস্ব অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহে নিজস্ব অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- ঢাকার শেরেবাংলানগরে নিজস্ব জায়গায় গাড়ির ওয়ার্কশপ কাম গ্যারেজ নির্মাণ;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রবীণ নিবাস স্থাপন;
- সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার দিয়ে আবাসিক সুবিধাসম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ;
- ঢাকা বিভাগ ব্যাতীত ৭টি বিভাগে এবং ৭টি বিভাগের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ৮টি জেলায় সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালু;
- ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য রেস্টহাউজ কাম ডরমেটরি নির্মাণ;
- কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন;
- বীমা কোম্পনি গঠনের Work plan/Action plan প্রণয়ন;
- বিভাগ জেলা পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে ডায়াগনস্টিক এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভালোমানের প্রতিষ্ঠানের MOU সম্পন্নকরণ;
- কর্মচারীগণের সন্তানদের যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানে অনলাইন প্লাটফর্ম সৃজন;
- বাস সার্ভিসের ওপর ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ;
- কল্যাণ অনুদানের real time রিকনসাইল প্রক্রিয়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে চালুকরণ;
- অনলাইন সেবার ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন;
- বোর্ডের সকল অনলাইন সেবা একটি প্ল্যাটফর্মে আনয়ন এবং একক রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম উন্নয়ন;
- বোর্ডের মাসিক কল্যাণ, যৌথবীমা ও দাফন অনুদানের ভার্সনিং সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- সফটওয়্যারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) করণ।

৪। বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি:

০৪ মার্চ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ পুরস্কার বিতরণ

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত ৩৭তম বোর্ড সভা

বোর্ডের কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের অনলাইন সিস্টেম বিষয়ক কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০২/১২/২৪

<table>
<tr><td colspan="2">বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীদের "দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
১২/০৯/২৪</td><td>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সমন্বয় সভা</td></tr>
</table>